খেয়া

স্থাপিত ঃ ১৯৯২

বালিগঞ্জ জগদ্বন্ধু ইনসটিটিউশন অ্যালমনি অ্যাসোসিয়েশন

রেজি নং S/73377 under WB Act XXVI of 1961

২৫, ফার্ন রোড, কলকাতা - ৭০০ ০১৯, ফোন ঃ 65100696

e-mail : jbi.alumni.1914@gmail.com

Website : www.jagadbandhualumni.com

Facebook : www.facebook.com/jbialumni

Blog : http://jagadbandhualumni.com/wordpress/

RNI No.WBBEN/2010/32438IRegd.No.:KOL RMS/426/2014-2016

● Vol 01 ● Issue 3 ● March 2015 ● Price Rs. 2.00

জগদ্বন্ধু ইনসটিটিউশন অ্যালমনি অ্যাসোসিয়েশনের বিনম্র শ্রদ্ধার্ঘ্য

উপেন্দ্রনাথ দত্ত স্মারক বক্তৃতা ২০১৫

জাতীয় পুরস্কার প্রাপ্ত প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক উপেন্দ্রনাথ দত্ত
জগদ্বন্ধু ইনসটিটিউশন-এর এক গৌরবময় অধ্যায়ের প্রাণপুরুষ।

উপেন্দ্রনাথ দত্ত স্মারক বক্তৃতা

২৯ মার্চ ২০১৫ রবিবার সন্ধ্যা ৬.৩০

অবনীন্দ্র সভাগৃহ
রাজ্য চারুকলা পর্ষদ
১/১ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড
কলকাতা ৭০০ ০২০

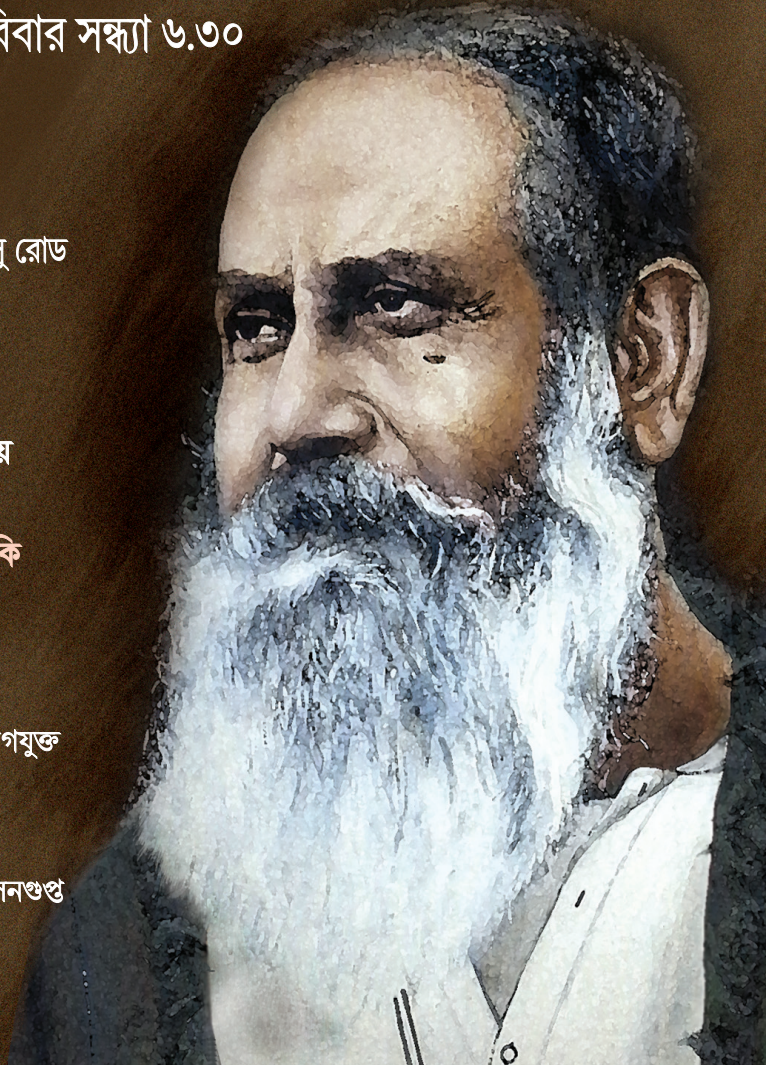

বক্তা **সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়**

বিষয়
বাংলা মাধ্যম বিদ্যালয় কি ধ্বংসের মুখে?

উক্ত দিনে শিক্ষার সঙ্গে যোগযুক্ত সকল সুহৃদকে আমন্ত্রণ।

রজত ঘোষ
সম্পাদক

সুধীরঞ্জন সেনগুপ্ত
আহ্বায়ক

অনুষ্ঠানের রূপরেখা

জাতীয়, রাজ্য আঞ্চলিক, সব স্তরেই দেশের উন্নয়নের ও ভবিষ্যদ্দর্শন রাষ্ট্র, কর্পোরেট শিল্পগোষ্ঠী ও মিডিয়া একযোগে প্রতিষ্ঠা করতে তৎপর, তাতে ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য, বিশাল দরিদ্র সমাজের বঞ্চনা ও অবহেলা এমন ভাবেই ক্রমবর্ধমান, যে অদূর ভবিষ্যতের বিপুল সম্পদে একটি ক্ষুদ্র সম্প্রদায় দেশের যাবতীয় সুযোগ-সুখ-সমৃদ্ধির অধিকারী হয়ে কেবলমাত্র তাঁদের নিজস্ব স্বার্থেই বা দয়াদাক্ষিণ্যে তাদের বশংবদ ও কৃপাধন্য একটি বৃহত্তর সম্প্রদায়কে লালন-পোষণ করবেন। এই প্রক্রিয়ার স্বার্থেই মধ্যবিত্ত ও দরিদ্রের সাধ্যাতীত মূল্যের বিনিময়ে বিক্রেয় শিক্ষার পশরা খবরের কাগজে, রাস্তার হোর্ডিঙে এমনই লোভনীয় ভাবে বিজ্ঞাপিত হয়, পাশপাশি ব্যাপক সরকারি দলতন্ত্র ও দুর্নীতিতে মধ্যবিত্ত-নিম্নবিত্তের আয়ত্ত শিক্ষাব্যবস্থায় মান ও সুযোগের ক্রমাগত অবনমন ঘটে, তাতে যথার্থ সুশিক্ষাই যেন সাধারণ্যের কাছে দুরধিগম্য হয়ে চলে, এবং তা থেকে রাষ্ট্র ও সমাজের ক্ষমতাশালী অংশের দৃষ্টি সরে যায়। অথচ সব সত্ত্বেও এই 'আঞ্চলিক' ভাষা বলে চিহ্নিত জাতীয় ভাষাগুলিতেই এখনও দেশের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ শিশু-কিশোর-কিশোরী প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা লাভ করে। গণতন্ত্রের স্বার্থে, যথার্থ উন্নয়নের স্বার্থে এই দেশীয় ভাষায় স্কুল শিক্ষার ক্ষেত্রটিকে দৃষ্টির কেন্দ্রে নিয়ে তার পরম্পরা, অবদান-অর্জন, সমস্যা-দুর্বলতা, তার উন্নতিবিধানের পন্থা ও সম্ভবনা বিশ্লেষণ ও বিচারের একটি ধারাবাহিক চর্চাকে প্রতিষ্ঠিত করতেই উপেন্দ্রনাথ দত্তের স্মৃতিতে নিবেদিত এই বক্তৃতামালার প্রবর্তন করে শতবর্ষ অতিক্রান্ত একটি বাংলা স্কুলের দৈনন্দিন পরিচালনায় ত্রিশ বছরেরও বেশি সময় জুড়ে নিয়োজিত এক আদর্শ শিক্ষককে সম্মান জানাতে আমাদের এই প্রয়াস।

শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় '৫৫
উপেন্দ্রনাথ দত্ত স্মারক সমিতির পক্ষে

'খেয়া'-র এই সংখ্যাটি প্রণবেশ সান্যাল '৫৮-র সৌজন্যে মুদ্রিত।

বক্তা ঃ সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

পট পুতুলের বাঙলা (১৯৭৯), গ্রামবাঙলার গড়ন ও ইতিহাস (১৯৮২, পুনর্লিখিত দ্বিতীয় সংস্করণ ২০০৪), ইতিহাসের দিকে ফিরে ঃ ছেচল্লিশের দাঙ্গা (১৯৯২), অগ্নিযুগের বাঙলার বিপ্লবীমানস (১৯৯৩), দেশভাগ-দেশত্যাগ (১৯৯৪), দেশভাগ ঃ স্মৃতি তার সত্তা (১৯৯৯), ব্রাত্যজীবনের বর্ণমালা ঃ বারবনিতা আর পথশিশুর খণ্ডজগৎ (২০০০), দলিতের আখ্যানবৃত্ত (২০০৫), সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমাজবীক্ষণসঞ্জাত এই অসম্পূর্ণ বর্ষানুক্রমিক গ্রন্থতালিকা থেকেই তাঁর সমাজসমীক্ষা ও দায়বদ্ধ সমাজ বিচারের পরিসরের একটা পরিচয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কোন তাড়নায় তিনি স্কুল শিক্ষকতার চাকরি ছেড়ে এই ক্ষেত্রটিকে তিনি তাঁর অনুকম্পায়ী অনুসন্ধানের ক্ষেত্র হিসাবে বেছে নেন, তাও তিনি প্রকাশ করেছেন, তাঁরই একটি বইয়ের ভূমিকার শেষে ঃ 'কলিকাতা মহানগরীর এক বুনিয়াদী ব্রাহ্মণ পরিবারের উপবীতত্যাগী উৎসন্ন সন্তান আমি মম পূর্বপুরুষদিগের পাপের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ এই গ্রন্থখানি দলিতজনের উদ্দেশে নিবেদন করিলাম।' গবেষণায় তাঁর গভীর নিষ্ঠা, বঞ্চিত, অন্তেবাসী মানুষদের নিজস্ব স্বর সরাসরি নথিবদ্ধ করার তাগিদে তিনি যে একান্তই নিজস্ব রচনারীতি উদ্ভাবন করেছেন (যা শুধুই প্রবন্ধমালা বা এক একটি বিষয়ান্বিত বইয়েই কেবল বাঙ্ময় নয়, তাঁর স্মৃতিকথা বা গল্পতেও স্বপ্রকাশ), তাঁর সম্পদগুণেই তিনি তাঁর সদ্য ষাটোত্তীর্ণ জীবনে আজ সমাজবিবেকী লেখক-চিন্তকদের জগতে এক বিশিষ্ট স্থানে প্রতিষ্ঠিত।

উপেন্দ্রনাথ দত্ত

উপেন্দ্রনাথ দত্ত ১৮৯৮ সালে ৩১ জানুয়ারি বাংলাদেশের বরিশালে জন্মগ্রহণ করেন। বাবা কালীপ্রসন্ন দত্ত বরিশাল জেলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। উপেন্দ্রনাথ বাংলাদেশের বরিশালেই কীর্তিপাশা হাই ইংলিশ স্কুল-এ লেখাপড়া শুরু করেন। তারপর যথাক্রমে আই.এ; দৌলতপুর কলেজ, খুলনা, বাংলাদেশ, বি.এ.; জগন্নাথ কলেজ (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদিত); বি.টি. ঢাকা কলেজ (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদিত)। শিক্ষার পরই শিক্ষকতা ১৯২০ সাল এ কে ইনসটিটিউশন, বরিশাল, সহকারী শিক্ষকপদে জীবন শুরু; ১৯৩৫-৪১ সাতকানিয়া স্কুল, চট্টগ্রাম প্রধান শিক্ষক, ১৯৪১-৪৭ মাটিয়াবুরুজ হাই স্কুল, কলকাতা প্রধান শিক্ষক এবং সবশেষে ১৯৪৭-তে জগদ্বন্ধু ইনসটিটিউশন, তৃতীয় বার প্রধান শিক্ষক। জগদ্বন্ধু ইনসটিটিউশনের এক গৌরবময় অধ্যায়ের সূচনা। বলা ভালো সার্বিক উন্নয়নের দশ দিগন্তের উন্মোচন। তার আমলেই স্কুল ম্যাগাজিন ১৯৪৯, (সঞ্চারী); সেন্ট্রাল লাইব্রেরি এবং পরে শ্রেণি-কক্ষ লাইব্রেরি; স্কুলের মনোগ্রাম (আত্মানং বিদ্ধি); স্কুলের পোশাক (খাকি প্যান্ট আর সাদা জামা) মিউজিয়াম, 'হলঘর' সহ তিনতলা নতুন বাড়িটি, কমার্স ব্লক, হেলথ ওয়েলফেয়ার বিভাগ (ছাত্রদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও প্রতিকার); প্রাতঃ বিভাগ (পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত); কারিগরি শিক্ষা (অষ্টম শ্রেণি থেকে) নিয়মিত সেমিনার; নিয়মিত বিতর্ক সভা; ফিল্ম শো (স্কুলের নিজস্ব ১৬ মিমি প্রোজেক্টর, ডকু ফিল্ম লাইব্রেরি); বিষয় নির্ভর শ্রেণি কক্ষ (ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান); আর্ট টিচার (আর্ট কলেজ থেকে পাশ করা শিল্প শিক্ষক, তৃতীয় -অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত) এই তালিকা দীর্ঘ না করেও বলা যায়, ৬৫ সালে স্কুল থেকে অবসর নিলেও স্কুল তাকে ছাড়েনি, ১৯৬৫ থেকে জগদ্বন্ধু ইনসটিটিউশনের রেক্টর হিসাবে রয়ে গেলেন। স্যারের বাব ছাড়া দাদাও পেশায় প্রধান শিক্ষক ছিলেন। তাই হয়তো ওনার রক্তেই ছিল প্রধান শিক্ষকতার স্রোত। তার স্বীকৃতি-ই ৩১.১০.১৯৬১ সালে প্রধান শিক্ষক হিসাবে জাতীয় পুরস্কার। পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল ধর্মবীর মহাশয়কে সসম্মানে বাংলা শেখাতেন।

ভাষণের রূপরেখা

১। শহরের উচ্চবিত্ত বা উচ্চ-মধ্যবিত্ত পরিবারের ইংরেজি মাধ্যম স্কুলের প্রতি আকর্ষণ থেকে সারা দেশের বা এই রাজ্যের শিক্ষাচিত্র কতটা ধরা যায়?

২। বাঙলা-মাধ্যম বিদ্যালয়ব্যবস্থা কি সত্যিই ভেঙে পড়তে চলেছে?

৩। শিক্ষাতত্ত্বের নিরিখে এই দুই ধরনের স্কুলে শিক্ষার মান নিয়ে তুলনামূলক আলোচনার একটি প্রয়াস।

৪। শুধু তথ্যপরিসংখ্যান নয়, বাস্তব অভিজ্ঞতাভিত্তিক আলোচনা।

৫। প্রশ্নোত্তর পর্ব

এবং

৬। চা-পান পর্ব

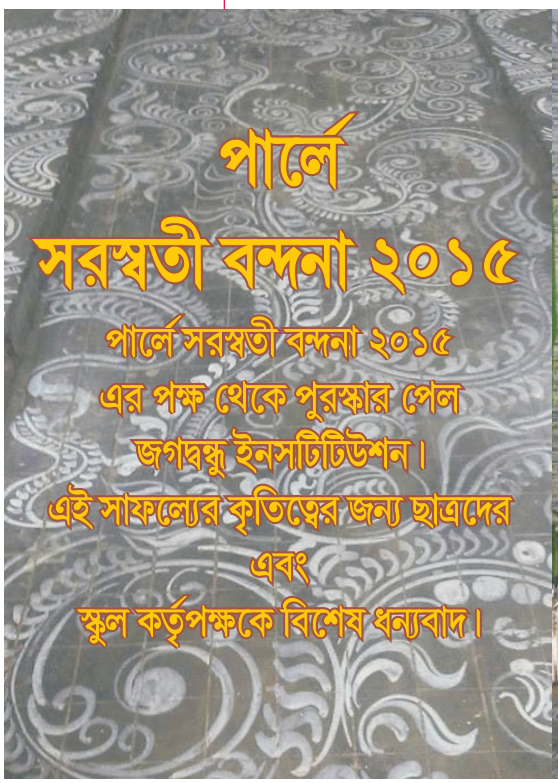

Vol. 04 Issue 3 15March, 2015 RNI No. WBBEN/2010/32438 Regd.No.:KOL RMS/426/2014-2016

চলে গেলেন বিজন দা...

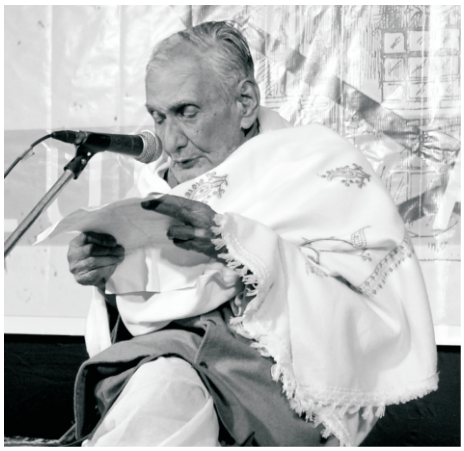

৯৬ বছর বয়সে ১০ মার্চ সকাল ৯.৩০ মিনিটে আমাদের ছেড়ে গেলেন বিজন দা। বিজন চট্টোপাধ্যায় ১৯৩৬ এর ছাত্র। স্বভাবকবি, বেশ কয়েকটি কাব্যগ্রন্থ আছে বিজনদার। আমাদের নানা অনুষ্ঠানে তাঁকে আন্তরিক ভাবে পেয়েছি। এক মাস আগে পুনর্মিলন উৎসবেও তিনি ছিলেন স্বপ্রতিভ ভঙ্গিতে। মঞ্চ থেকে আবৃত্তি করলেন জীবনের শেষ কবিতা...

মমতার বন্ধনে বাঁধা পড়ে গিয়ে / ছিল যত বাধা সব ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে
হাজির হয়েছি আজ মিলনোৎসবে —/বুক-ভরা-ভালোবাসা ঢেলে দিতে সবে।
আজও তাই ফি-বছর ছুটে-ছুটে আসি / পরিচিত প্রাঙ্গণে, - মিলনের বাঁশি
মাতায় তাতায় আর করে উচ্ছল, / চমকিয়া দেখি ফোটে শত শতদল
মানস-সরসী-নীরে, কী আনন্দ পাই —/ মনের সে-ছবিখানা কী করে দেখাই
সবাকার মাঝে এসে ভরে গেল মন, / ভাবি, বুঝি ফিরে এল হারা-যৌবন।

যা আমাদের স্মৃতিপটে বহুদিন ভাস্বর থাকবে। প্রাঞ্জল এই মানুষটি সম্পূর্ণ সজ্ঞানে সুস্থ অবস্থায় চলে গেলেন। তাঁকে আর আমরা অনুষ্ঠান মঞ্চে আবৃত্তি করতে দেখব না। তাঁর আত্মার চিরশান্তি কামনা করি।

বিজনদার এই আকস্মিক চলে যাওয়ার খবরে সবাই ব্যথিত, অনেক ফোন ছাড়াও এসেছে ই-বার্তা, তারই কিছুটা ...

May His Noble Soul Rest In Peace !!
— *Debasish Chakraborty*

ওঁনার পরিবারকে আমার সমবেদনা জানিও। ওঁনার আত্মার শান্তি হোক।

— অমিত লস্কর ১৯৬৬

Please convey my condolence to his family. May his soul rest in peace. — *Somenath Roy' 68*

I deeply console the death of Bijonda. May his soul rest in peace. We will indeed miss him at all our school functions.

— *Kalyan Roy (1966)*

Really it is unexpected. He is so fit compare to his age. Let the soul rest in Peace. — *Subir Kr Paul* (1984).

আমরা একজন মনীষীকে হারালাম। — অম্লান দত্ত

The LAST RECITATION by Shri Bijan Chattopadhyay on the Reunion Day on 08.02.2015 and the three other photographs captured later on the day in my camera. Alas, JBI (we) will never again have the delight to listen to his free flowing recitations.....

MAY HIS SOUL REST IN PEACE!!

— *Dhruba Jyoti Gupta HS-1968*

আমার জীবনের প্রথম আবৃত্তিতে পুরস্কার পেয়েছিলাম ওঁনার হাত থেকে... ওঁনাকে খুঁজে বের করার দায়িত্বও পড়েছিল একসময় অ্যালমনির খাতিরে...ওঁনার অন্তিম যাত্রাও দূর থেকে দেখেছি, তবুও শেষ দেখা হয়নি। —হরিশ সাধুখাঁ

রজত, এখনই দেখলাম। খুব খারাপ লাগছে। দিন ১৫ আগে রাস্তায় বিজনদার সঙ্গে দেখা হয়েছিল। কুশল জানানোর পর বললাম ১০০ বছরে অ্যালমনির সংবর্ধনা দেওয়া হবে, মনে আছে তো? নিষ্পাপ হাসি হেসে বলেছিলেন, পারব তো বুলান, পারব সংবর্ধনা নিতে? হাত ধরে আশ্বস্ত করেছিলাম - পারবেন। সেটা এরকম মিথ্যে হবে ভাবিনি। বিজনদার আত্মার শান্তি কামনা করি। —মৃণ্ময় পাঠক

এটা আমাদের সকলের এক অপূরণীয় ক্ষতি। বিজনদার আত্মা চির শান্তিতে থাকুক। ৯৬ বছর বয়সে যে একজন মানুষ এত স্বাভাবিক এবং শারীরিক ও মানসিকভাবে এত সুস্থ ভাবে বাঁচতে পারে না দেখলে বিশ্বাস করা যাবে না, যাঁরা ওঁনার সঙ্গ পেলনা জীবনের একটা বিরাট দিক দেখতে পেলনা।

— দেবাশিস চ্যাটার্জী

খুবই খারাপ খবর। বিজনবাবুর আত্মার শান্তি কামনা করি।

— সুমিত দলুই

Very heartbroken sad news. — *Kaustav Paul*

বিজনদা আমাদের এক নমস্য দাদা ... আশা ছিল উনি হয়তো 'শতায়ু' হবেন কিন্তু সেঞ্চুরিটা হল না... এক দারুন মানুষ ছিলেন ... কয়েকবার ওঁনার সঙ্গে আলাপ হয়েছিল... ভালো লেগেছিল... আগামী জন্মে আরও দারুনভাবে কবিতা লিখুন... যেখানেই থাকুন ভালো থাকুন ... আমার শুভ কামনা রইল ... একেই বলে আনন্দ করে জীবন কাটানো।

— পৃথ্বিরাজ লাহিড়ী

খুবই খারাপ খবর, সেদিনও কথা হল... — চিন্ময় গুহ ১৯৭৫

এক বিরাট বনস্পতির পতন... — দীপক মিত্র ১৯৫১

বিরাট ক্ষতি! সেই সহজ সরল প্রাণপ্রাচুর্যে ভরা হাসি আর তাঁর লেখা মিষ্টি মধুর ছন্দোময় কবিতা আর পাওয়া যাবে না। একে একে নিভছে দেউটী। শেষ খেয়া-তে প্রকাশিত ... ''আসছি আবার'' নিশ্চিতভাবে প্রিয় বিজনদার সেরা কবিতাগুলোর একটি। ছন্দে ভরা, অকৃত্রিম ভালোবাসাই পুরনো!

— চন্দ্রশেখর মুখার্জি ১৯৬৪

আমার সঙ্গে বিজনদার আলাপ হল এ বছরের পুনর্মিলন উৎসবের দিন। আমি পৃথিবীর সব থেকে দীর্ঘায়ু মানুষ হবার আর্জি রেখেছিলাম। সাড়ে ছিয়ানব্বই বছরে চলে গেলেন, সুতরাং সে না হয় হল না। কিন্তু জীবনকে হাসিতে কবিতায় পূর্ণত উপভোগ করে ওপারের সোপানে যেভাবে স্বাভাবিক নিয়মে পা বাড়িয়ে দিলেন বিজনদা, তা আমাকে এক নতুন জীবনোপলব্ধি দিল। ''বিজন'' শব্দের ভিতর 'জীবন' কথাটিও লুকিয়ে রয়েছে — তার আত্মপ্রকাশ ঘটল আজ পরম মুহূর্তে।

— সন্দীপ চট্টোপাধ্যায় ১৯৮৫

Vol. 04 Issue 3 15March, 2015 RNI No. WBBEN/2010/32438 Regd.No.:KOL RMS/426/2014-2016

মহাকাব্যের আকর হতে

অঙ্কন মিত্র ২০০২

।। বৃকোদর ।।

(গত সংখ্যার পর)

মহাভারতের কবি ভীম-এর ভোজন-প্রীতিকে 'হ্যাংলামো' কিম্বা 'পেটুক'-এর পর্যায় কিন্তু কখনো নামান নি। তাই না এতোগুলো ম্যান-ইটার রাক্ষস-এর সঙ্গে ভীমের সরাসরি কনফ্লিক্ট ঘটিয়েও তিনি ইঙ্গিতে প্রমাণ করতে চেয়েছেন, ভীমের এই রসনা-তৃপ্তিকে কখনোই রাক্ষুসে বলা চলে না। এবং এটাও পাশাপাশি মানতে হবে, আমাদের দেশের সাহিত্যে বৃকোদর-এর মতো অমন চমৎকার খাদ্যপ্রিয় মানুষ বা চরিত্রের প্রকাশ বিরল। সভ্যতার চাকায় মানুষের সময় যত গড়িয়েছে, ততই খাদ্য-প্রীতির থেকে খাদক ও ক্ষুধার্তের সমাজই ক্রমশ বিভজিত হয়েছে পৃথিবীতে। তাই সাহিত্যের নরম-আঙিনাও এমন খাদ্য রসিক-এর থেকে ক্ষুধার্ত মানুষের ''আল্লা মেঘ দে / পানি দে / ছায়া দে রে তু...'' সম বর্ণনাতেই সরে এসেছে। সেই জন্যই না, বিভূতিভূষণ-এর 'আদর্শ হিন্দু হোটেল'-এর হাজারি ঠাকুরের রান্নার হাতের প্রশংসার থেকেও বেশী তার রাঁধুনী বৃত্তির স্ট্র্যাগেলটাই বেশী করে প্রতিফলিত হয়েছে উপন্যাসে।... তবে, আমার মতে, এটা আসলে সময়েরই পারস্‌পেকটিভ। ব্যাসদেব-এর সময়ে, আজ থেকে আড়াই হাজার বছর আগের মানুষের প্রাচীনতম গোষ্ঠীতান্ত্রিক জীবনে নিশ্চই খাবার নিয়ে এতো প্রতিযোগিতা ছিল না। তখন শূদ্র বা দরিদ্রের সংজ্ঞাকে অভুক্ত-অপুষ্ট বা তৃতীয় বিশ্ব বলে চিত্রিত করা যেত না, এখনকার মতো। তখন পৃথিবীতে মানুষের সংখ্যার তুলনায় প্রাকৃতিক সম্পদের এতেটাই প্রাচুর্য ছিল যে, পশু ছাড়া আর সভ্য-জগতে কারোর মধ্যে এমন খাদ্য-খাদকের টানাপোড়েন ছিল না। তাই না ব্যাসদেব-এর পক্ষে সেইযুগের প্রেক্ষাপটে ভীম-কে যত সহজে শুধুই 'বৃকোদর' উপাধিতে কাহিনির ছত্রে ছত্রে অলংকৃত করা সম্ভব হয়েছে, মন্বন্তর পেরন বাংলার সাহিত্যিকদের পক্ষে সেটা হয়নি। খুব স্বাভাবিক পরিপ্রেক্ষিতেই বিভূতি-মানিকদের কলম খাদ্য-র প্রসঙ্গে ক্ষুধাকে টেনে এনেছেন। এমন কি রবীন্দ্রনাথ-এর দামোদর শেঠও পঞ্চব্যঞ্জনের সামনে বসে শুধুই খাদ্যবিলাসী থাকতে পারল না; কবির কলম তাকেও ''অল্পেতে খুশি হবে দামোদর শেঠ কী?'' বলে একটা প্রশ্নবোধক পংক্তি রাখতে বাধ্য হলেন! .. যাইহোক, ভীম কিন্তু এসব দোষারোপের উর্ধেই থেকে গেলেন চিরকাল। তবে অতিরিক্ত আসক্তি যে মৃত্যুর কারণ, এটা আমরা ধূমপান-এর বিজ্ঞাপন থেকেই জানি। তাই যুধিষ্ঠির-এর যুক্তিতে তাঁর মৃত্যুর কারণ ব্যাখ্যাটাও নেহাত অযৌক্তিক নয়। তবুও 'বৃকোদর' ভীমের ভূষণেই যে ভীমের চরিত্র অমর হবে, এটা বোধহয় মহাভারতের কবিরই একটা প্রচ্ছন্ন ইচ্ছা ছিল!..

কিন্তু আপনার বাড়ির কার্টুন-ফিলিক্ শিশুটি ভীমের এই ভীষণ খাদ্যাভ্যাস নিয়ে মোটেও উদাসীন নয়। কারণ সে জানে, ঢোলকপুর গ্রামের একমাত্র 'দুষ্টুছেলে' কালিয়া-কে কুপোকাৎ করতে গেলে সুপার এনার্জেটিক 'লাড্ডু'ই খেতে হবে; ন'বছরের জনপ্রিয় কার্টুন চরিত্র 'ছোটাভীম'-কে!... মহাকাব্য থেকে এতোদূর সরে এসে 'ছোটাভীম' কিন্তু সেই খাদ্য-প্রীতি থেকে একচুলও বিস্মৃত হল না—আজও এই জেড্ যুগে দাঁড়িয়ে!...

তাই আবার সুকুমার রায়-এর পংক্তি দিয়েই শেষ করছি আমার বৃকোদর-কীর্তন ঃ

''দাদা গো! দেখছি ভেবে অনেক দূর—
এই দুনিয়ার সকল ভালো মাছ পটলের দোলমা ভালো
আসল ভালো নকল ভালো কাঁচাও ভালো পাকাও ভালো...
মেঘ মাখানো আকাশ ভালো খাস্তা লুচি বেলতে ভালো...
পোলাও ভালো কোর্মা ভালো কিন্তু সবাই চাইতে ভালো...
পাঁউরুটি আর ঝোলা গুড়!''

ঋণ ঃ- সংসদ বাংলা অভিধান, মহাভারতের এককোটি দুর্লভ মুহূর্ত ঃ ধীরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, অন্তর্জাল ঃ উইকিপেডিয়া, আবোল-তাবোল ঃ সুকুমার রায়।

e-mail : ekomitter@gmail.com

facebook-এ status- দেওয়া বা
twitter- এ ট্যুইট করা তো রইলই, কিন্তু
ছাপাখানার বিকল্প কী ?

প্রিন্ট গ্যালারি
১৮৯এফ/২, কসবা রোড, কলকাতা - ৪২,
ফোন ঃ ৯৮৩১২৬৩৯৭৬

Printed & Published by Rajat Ghosh on behalf of owner Ballygunge Jagadbandhu Institution Alumni Association, Printed at Print Gallery, 189F/2 Kasba Rd, Kolkata - 42. 24 Pgs(S). Published at 25, Fern Rd, Kolkata-700 019. Editor's Name : Rajat Ghosh. Address 2L, Garcha 1st Lane, Kolkata-700 019.